আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিজয় দিবস পালন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে নানান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। শনিবার সকালে বিএনপি নেতাকর্মিরা আলমডাঙ্গায় বিজয় দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, র্যালি, শহীদ মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ এবং শহীদ জিয়া শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টায় পৌর এলাকার ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকা থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মাজারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু।

উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আক্তার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাবেক কেন্দ্রীয় যুব নেতা এমদাদুল হক ডাবু।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক মহাবুল হক মাস্টার, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলি আজগর সাচ্চু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, সহ-সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার আলী, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ আলী, নাগদাগ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বোরহান উদ্দীন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, কুমারি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রকিবুল ইসলাম, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেগুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সালাম মেম্বার, শাহিনুজ্জামান, রাজাবুল ইসলাম, আবু বক্কর সিদ্দিক, আলমগীর হোসেন লালন, আতাউল হুদা, শফিকুল ইসলাম, পলাশ। হাফিজুর রহমান তোতা, আব্দুল জব্বার, সালেহ মাসুদ লিপু আমিরুল ইসলাম পান্নু, আরজান আলী, আবুল হক মিঠু।

আলমডাঙ্গা উপজলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম কনক, যুবদলের যুগ্নআহবায়ক

সাইফুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান।

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি জাহিদ হাসান শুভ, সাধারণ সম্পাদক ইমরান রাসেল, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আতিক হাসনাত রিংকু, রাজু আহমেদ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন লিমন, পৌর মৎস্য দলের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন। এছাড়াও বিজয় দিবসের র্যালি ও আলোচনা সভায় উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে নাশকতা মামলায় যুবদলের সদস্য আটক

জীবননগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান নাশকতা মামলায় যুবদলের সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

আজ বুধবার জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসানের নিদেশে জীবননগর থানার এসআই(নি:) সিরাজুল আলম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলার উথলী গ্রামের মাঝের পাড়ার নিজাম উদ্দীনের ছেলে নাশকতা মামলায় এজাহারে সন্দিগ্ধ আসামী মোঃ ইমরান হোসেন (২৮) আটক করে ।

আটককৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আই বাড়লেও সম্পদ কমেছে সাবেক সাংসদ আব্দুল গনির

মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচিত দুই বারের সাবেক সাংসদ মো: আব্দুল গনি। বিএনপি থেকে নমিনেশন না পেয়ে একবার

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি এলডিপি থেকে মনোনয়ন দাখিল করলেও পরবর্তীতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। আর এবার তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূল বিএনপি থেকে। একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে তার ব্যবসা থেকে আই বৃদ্ধি পেলেও খুইয়েছেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ। হারিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি তৃণমূল বিএনপি থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দেওয়া আছে তার সাথে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে হলফনামা অনুযায়ী মোঃ আব্দুল গনির পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় হয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও ৪৫ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র। আর তার স্ত্রী রয়েছে ৮৫ হাজার টাকা সমমূল্যের স্বর্ণালংকার।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জমা দেয়া হলফনামাতে ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় ছিল তিন লাখ ৩০ হাজার টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাবদ বছরে তার আয় ছিল ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। তার নিজের ছিল ১৫ ভরি স্বর্ণ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ছিল ৪৫ হাজার টাকার ও আসবাবপত্র ছিল ৩০ হাজার টাকা সমমূল্যের। অপরদিকে তার স্ত্রীর নামে ৩০ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ছিল পাশাপাশি উপহার সূত্রে পাওয়া দুই ভরি স্বর্ণালংকার ছিল।

বর্তমানে আব্দুল গনির স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নামীয় শুধু একটি দ্বিতল বাড়ি। তবে তার স্ত্রীর বর্তমানে কোন স্থাবর সম্পদ নেই। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে হলফনামা অনুযায়ী তার স্ত্রীর গাজীপুরের জয়দেবপুরে ২ হাজার বর্গফুটের একটি দোতলা বাড়ি ছিল। আর আব্দুল গনির ৫ বিঘা কৃষি জমি, ঢাকার বনানীতে ২৮ লাখ টাকা সময় মূল্যের ৩ কাঠা ১৪ ছটাক অকৃষি জমির প্লট এবং গাংনীতে ১০ শতক জমির উপরে একটি দ্বিতল বাড়ি, যার মূল্য দেখানো হয়েছিল ২৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে চুয়াডাঙ্গা বিএনপির মানববন্ধন

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপিসহ সহযোগি সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে জেলা বিএনপির আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার বলেন, দেশে ভোট, ভাতের, কথা বলার অধিকার নেই। গত ১৫ বছরে বহু নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের খুন গুম করা হয়েছে। তাদের পরিবার রাজপথে কান্নাকাটি ও বিচার চেয়েও কোন কিছু হয়নি। মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা দেশে গণতন্ত্র চায়।

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, পুলিশ আমাদের মহিলা নেত্রীসহ অনেক নেতাকর্মী সরিয়ে দিয়েছে। তারা গালাগালি করেছে। আর আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রোগ্রাম শেষ করতে বলেছে। আমরা কোন দেশে আছি, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, গণতন্ত্র নেই।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সদস্য আবু বক্কর সিদ্দীক, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন আক্তার, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক শিরিন জামান, জেলা মহিলা দলের দপ্তর সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মহিলা দলের বর্ণি আক্তার, জীবননগর উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি পেয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।

পরে জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন কয়েক জন নেতা

কর্মীকে সাথে নিয়ে মানববন্ধন স্থলে আসেন। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় কোন হরতাল, মানববন্ধন, অবরোধসহ অন্য কোন কিছু করতে দেবনা। যে দলের কোন অস্তিত্ব নেই সেই দল কোন কর্মসূচি পালন করতে পারবেনা, আমরা প্রতিহত করবো।

ঝিনাইদহে বিএনপির মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। রোববার (১০ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে বিএনপি, মহিলা দলসহ উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা আলাদা আলাদা ব্যানার নিয়ে অংশ নেয়। কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাড. শামসুজ্জামান লাকি, জেলা বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক তহুরা খাতুন, জেলা বিএনপির আইন বিষয়ক সহ-সম্পাদক এ্যাড. আব্দুল আলিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, বিএনপির চলমান আন্দোলন ঘিরে সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে নিরীহ কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে কারাগারে রেখেছে। মাসের পর মাস তাদের পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মিথ্যা, বানোয়াট মামলা দিয়ে গ্রেফতার করিয়ে হাজতে দেওয়া চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই দ্রুত এসব নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান তারা।

গাংনীতে নাশকতা মামলায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও চেংগাড়া সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলালকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) ভোররাতের দিকে থানা পুলিশের একটি টিম প্রধান শিক্ষক আল হেলালের গাংনী শহরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আল হেলাল গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হাজু বিশ্বাসের ছেলে।

ওসি তাজুল ইসলাম জানান,বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ২, তারিখে ২/১২/২৩ এর আসামি প্রধান শিক্ষক আল হেলাল।

আজ মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে প্রধান শিক্ষক আল হেলালকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন। অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার মুক্তি দাবি করেন তিনি।

বিএনপির হরতাল-অবরোধে ৫১৯টি যানবাহন ও স্থাপনায় আগুন-ভাঙচুর

গত ২৮ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ২০ দিনের মধ্যে ১৬ দিন ছিলো অবরোধ এবং চার দিন হরতাল কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি-

জামায়াত। এসময়ে সারাদেশে যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ২৯৯টি। যানবাহন ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ১৯১টি। বিভিন্ন স্থাপনায় ভাংচুর করা হয়েছে ১৮টি। আর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ১১টি। সব মিলিয়ে অগ্নিকাণ্ড ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ৫১৯টি।

পুলিশ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, শুধুমাত্র ২৮ অক্টোবর বিএনপির সহিংসতাকে ঘিরে মোট ৪২টি গাড়ি অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ভাংচুর করা হয়েছে ৩০টি। ওই দিন বিভিন্ন স্থাপনা ভাংচুর করা হয়েছে ১৫টি এবং সাতটি স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

২৮ অক্টোবর রাজধানীর ফকিরাপুল, কাকারাইল, নয়াপল্টন, মালিবাগ, বিজয়নগর এলাকাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় বিএনপি কর্মীরা। এরমধ্যে প্রধান বিচারপতির বাসভবন, মাতৃভাষা ইন্সস্টিটিউট, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সস্টিটিউটে ভাংচুর চালায়। ডিসি ট্রাফিকের রমনা ও মতিঝিল অফিস, ফুকিরাপুল, মালিবাগ, কাকরাইল ও বিজয়নগর পুলিশ বক্সে অগ্নিসংযোগ করে। বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা রাজধানীর দৈনিক বাংলা মোড়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে এক পুলিশ সদস্য নিহত ও অসংখ্য পুলিশ সদস্য আহত হন। একই দিনে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীরা অন্তত ৩২ জন সাংবাদিককে মারধর করে। ওই দিন বিএনপি কর্মীরা নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায় রাজধানীর রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে। তারা হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং অ্যাম্বুলেন্সসহ জীপ গাড়ি ও মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে।

২৯ অক্টোবর হরতালের দিন রাজধানীর মোহাম্মদপুর, বংশাল, বায়তুল মোকাররামের দক্ষিণ গেইটে ও ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় যাত্রিবাহী গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ডেমরায় বাসের হেলপার মো. নাঈম (২২) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। অপরিদকে মোহাম্মদপুরে বাসে আগুন দিয়ে পালানোর সময় স্থানীয় লোকজনের ধাওয়া খেয়ে একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদে উঠে আরেকটি ভবনে লাফ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচে পড়ে গিয়ে মারা যান যুবদল কর্মী আবদুর রশিদ (৩০)। একই দিনে সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থানে অন্তত নয়টি গাড়ি ভাংচুর করে বিএনপি ও জামায়াত কর্মীরা। গাজীপুরের চেরাগ আলীতে বিআরটিসির একটি দোতলা বাসে আগুন দেয় হরতাল সমর্থকরা। ফরিদপুরের মধুখালিতে একটি মোটরসাইকেলে, মানিকগঞ্জ সদর ও ঘিওরে দুটি বাসে আগুন, কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের কাছে ইটনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়ি ভাঙচুর, নোয়াখালীর চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়েতে একটি ট্রাকে, মাগুরা সদরে মাগুরা-ঢাকা হাইওয়েতে একটি বাসে আগুন দেয় হরতালকারীর। বগুড়া সদরের নবাববাড়ী মোড়ে বগুড়া সদর

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়ি ভাংচুর করে। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে অটো রিকশায় অগ্নিসংযোগ করে হরতাল সমর্থকরা।

৩০ অক্টোবর অবরোধ চলাকালে চট্টগ্রামের খুলশীতে একটি বাসে ও গাজীপুরের বাসনে একটি বাসে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। ৩১অক্টোবর দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩টি প্রাইভেট কার, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, বগুড়া, দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জে ৬টি বাসে, ৩টি ট্রাক, ২টি কাভার্ড ভ্যান, ৩টি পিকআপ, পাবনায় ২টি অটোরিকশা, নোয়াখালীতে ৩টি সিএনজি অটোরিকশা ভাঙচুর করে অবরোধকারীরা। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ায় ১১টি বাস, ২টি ট্রাক, একটি কাভার্ড ভ্যান, একটি পিকআপ ও ৩টি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা। ওই দিন অবরোধ চলাকালে কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে দুই জন নিহত হন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২৮ পুলিশ সদস্য আহত হন।
১ নভেম্বর অবরোধ চলাকলে সারাদেশে বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা ১৭টি যানবাহন ভাংচুর ও ১৮টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে। ওই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধকারীদের হামলায় ১৭ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশের তথ্য অনুযায়ি, ওই দিন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, বগুড়া, সুনামগঞ্জ, খুলনা, রাজশাহী ও নোয়াখালীতে ১৭টি গাড়ি ভাংচুর করে অবরোধকারীরা। এরমধ্যে দুটি পুলিশ বাস, ৫টি কাভার্ডভ্যান, ৪টি ট্রাক, ৩টি সিএনজি, একটি অটোরিকশা ও একটি পিকআপ ভ্যান ভাংচুর করা হয়। একই দিনে পাবনায় ঢাকা-কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রি এক্সপ্রেস ট্রেনেও হামলা চালানো হয়। ওই দিন ঢাকা, চট্টগ্রাম সিলেট, বগুড়া, হবিগঞ্জ, ভোলা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ৪টি বাস, ৬টি ট্রাক, একটি লরি, ২টি কাভার্ডভ্যান, একটি সিএনজি, ২টি মোটরসাইকেল ও ২টি পিকআপে আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

২ নভেম্বর সারাদেশে অবরোধকারীদের হাতে মোট ২৩ টি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরমধ্যে ১১টি গাড়ি ভাংচুর ও ১২টিতে অগ্নিসংযোগ করে অবাধরকারী বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা। ওইদন অবরোধকারীরা ঢকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে মোট ৩টি বাস, ৩ট্রাক, ২টি পিকআপ ও ২টি রেকার ভাংচুর করে। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, বগুড়া ও বরগুনায় বাস, ট্রাক, প্রাইভেটকার,কাভার্ডভ্যান, পিকআপসহ ১২টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।

৪ নভেম্বর অবরোধকারীরা রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান, নিউমার্কেট,

যাত্রাবাড়ীতে ৪টি যাত্রীবাহী বাসে এবং ভোলায় একটি বাসে আগুন দেয়।

পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫ নভেম্বর অবরোধকারীরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩২টি গাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। ওই দিন ঢাকা ও খুলনায় অবরোধকারীদের হামলায় ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ওই দিন ঢাকা, গাজীপুর, সিলেট, নোয়াখালী, বগুড়া, মৌলভীবাজার ও পাবনায় ২টি বাস, ২টি ট্রাক, একটি মিনিবাস, ৪টি কাভার্ডভ্যান, একটি প্রাইভেট কার, একটি মাইক্রোবাস ও ৩টি সিএনজি ভাংচুর করা হয়। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১০টি যাত্রিবাহী বাস, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালীতে দুটি ট্রাক, সিলেটে একটি পিকআপ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ২টি কাভার্ড ভ্যান, হবিগঞ্জে একটি প্রাইভেট কার ও ঢাকায় একটি জীপ গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারী বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা। একই দিনে পিরোজপুরে আওয়ামী লীগ অফিসেও আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

৬ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৭টি যানবাহন ভাংচুর ও ১৮টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা। এরমধ্যে রাজশাহী, ফেনী, পিরোজপুর ও বগুড়ায় ২টি বাস, ৪টি ট্রাক ও একটি সিএনজি অটোরিকশা ভাংচুর করে। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ফেনীতে ৭টি বাস, ২টি পানির ট্যাংকি, দুটি কাভার্ডভ্যান, একটি সিএনজি ও একটি লেগুনায় আগুন দেয় অবরোধকারীরা। সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হবিগঞ্জে ৮ জন্য পুলিশ সদস্য আহত হন।

৭ নভেম্বর গাজীপুরে একটি যাত্রাবাহী বাসে আগুন দেয়া হয়।

৮ নভেম্বর সুনামগঞ্জ, রাজশাহী ও সিলেট, ৯টি গাড়ি ভাংচুর করে অবরোধকারীরা। এদিন ১৪টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরমধ্যে ঢাকা, গাজীপুর ও বরগুনায় ৬টি বাস, বগুড়ায় ২টি ট্রাক, গাজীপুর, বরিশাল ও খাগড়াছড়িতে ৩টি কাভার্ডভ্যানে, বগুড়ায় একটি সিএনজি ও বরিশালে ২টি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা।

৯ নভেম্বর সারাদেশ মোট ১২টি যানবাহনে ভাংচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে চারটি গাড়ি ভাংচুর ও ৮টিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিলেট, পাবনা ও বগুড়ায় দুটি ট্রাক, একটি সিএনজি ও একটি ও লেগুনা ভাংচুর করা হয়। আগুন দেয়া হয় ৪টি বাস, ২টি ট্রাক, একটি কাভার্ড ভ্যান ও একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা।

১০ নভেম্বর বরিশালে একটি বাসে, ১১ নভেম্বর ঢাকায় ৮টি বাস, গাজীপুরে একটি ট্রাক ও একটি পিকআপে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। ১২ নভেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও নাটোরে ১০টি বাসে আগুন দেয় এবং বগুড়া ও সুনামগঞ্জে ৩টি সিএনজি ও ইজিবাইক ভাংচুর করে।

১৩ নভেম্বর ঢাকায় ৪টি বাস সহ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, দিনাজপুর ও সিলেটে একটি ট্রাক, একটি কাভার্ডভ্যান ও একটি পিক আপে আগুন দেয় এবং নোয়াখালী ও সিলেটে ৩টি ট্রাক ভাংচুর করে।

১৪ নভেম্বর ঢাকায় ৪টি বাসে আগুন দেয় অবরোধকারীরার।

১৫ নভেম্বর সারাদেশে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের হাতে মোট ৩৩টি যাবাহন ভাংচুর অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। এরমধ্যে নোয়াখালী ও চাঁদপুরে ৪টি সিএনজি, হবিগঞ্জ ও চাপাইনবাবগঞ্জে ২টি প্রাইভেট কার ও ২টি কাভার্ডভ্যান, রাজশাহীতে একটি ট্রাক, বগুড়ায় ৫টি মোটরসাইকেল, রংপুরে একটি পুলিশের গাড়ি ভাংচুর করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট ও সিরাজগঞ্জে ১৬টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা। একই দিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবরোধকারীদের হামলায় ১৭ পুলিশ সদস্য আহত হন।

১৬ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬টি গাড়ি ভাংচুর ও ৯টিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

১৮ নভেম্বর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, জয়পুরহাটও নেত্রকোনায় ৬টি বাস ও ২টি ট্রাকে আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

১৯ নভেম্বর ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, গাজীপুর, লক্ষ্মীপুর, ঠাকুরগাঁও, ফেনী, বগুড়া ও সিলেটে মোট ১১টি বাসসহ ২৭টি যানবাহন ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া জামালপুরে একটি ট্রেনে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। একইভাবে গাজীপুরে একটি স্কুল পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া অবরোধকারীদের হামলায় ২ জন সাংবাদিক ও ৭ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়।

২০ নভেম্বর খাগড়াছড়ি, সিলেট, নোয়াখালী, দিনাজপুর ও বগুড়ায় ৩টি বাস, একটি ট্রাকসহ ১১টি যানবাহন ভাংচুর করে বিএনপি জামায়াত কর্মীরা। একই দিনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ায় ৬টি বাস ও ৪টি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে অবরোধকারীরা। নোয়াখালীতে আহত হন

পুলিশের ৫ সদস্য।

২১ নভেম্বর ঢাকায় ৩টি বাসে ও রংপুরে একটি ট্রাকে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা। ২২ নভেম্বর ট্রেনে হামলাসহ ৪টি যানবাহন ভাংচুর এবং সিলেটে ট্রেনে অগ্নিসংযোগসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়।

২৩ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৬টি গাড়ি ভাংচুর ও ৭টি গাড়িতে আগুন দেয় অবরোধকারীরা।

২৫ নভেম্বর পাবনায় ট্রেনে ভাংচুর এবং ঢাকা, সিলেট ও কুমিল্লায় ৩টি বাসে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা।

২৬ নভেম্বর গাজীপুরে একটি বাস ও সিলেটে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি সিএনজি ভাংচুর করে অবরোধকারীরা। একই দিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩টি যাত্রবাহী বাস ও ২টি ট্রাকে আগুন দেয় বিএনপি-জামায়াতকর্মীরা।
২৭ নভেম্বর ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, খুলনা, সিলেট, নাটোর, নওগাঁ ও টাঙ্গাইলে ৯টি বাসসহ মোট ১৭ টি যানবাহনে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। একই দিনে পাবনায় ট্রেনেও আগুন দেয়। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও দিনাজপুরে ২টি বাসও একটি ট্রাক ভাংচুর করা হয়।

২৮ নভেম্বর বাস, ট্রাকসহ ৫টি যানবাহনে আগুন দেয় এবং একটি বাস ভাংচুর করে বিএনপি-জামায়াতকর্মীরা।

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার কারণে রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বেড়েছে। প্রায় সবকিছু স্বাভাবিক হচ্ছে। যারা চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রয়োজনে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করতে অনুরোধ জানিয়ে পুলিশপ্রধান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সবাই মিলে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছি। আগামীতেও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে কোনো চ্যালেঞ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।’

বিএনপি নেতাদের বাড়ি বাড়ি হামলার গুজব

অমিত শাহের ফোন, জো বাইডেনের উপদেষ্টার বক্তব্যের পর এবারে নেতাদের বাড়ি বাড়ি হামলার গুজব ছড়াচ্ছে বিএনপি। তাদের এই গুজবের ভিত্তিতে প্রথম আলো সহ বিএনপিপন্থী গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনা চলছে।

বিএনপির দাবি, প্রায় একমাস ধরে সারা দেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি হামলা হচ্ছে। অথচ গত এক মাসে একটি ঘটনাও পুলিশে অভিযোগ করা হয়নি। সাধারণত এসব ঘটনায় ভুক্তভোগী অথবা আশেপাশের বাড়ি থেকে জরুরি সার্ভিসে ফোন করা হয়। কিন্তু বিএনপির কথিত হামলার কোনো ঘটনায় কেউ জরুরি সার্ভিস ৯৯৯-এও কেউ কল করেনি। এসব ঘটনায় হতাহত হয়ে কেউ কোনো হাসপাতালে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে সেবা নিয়েছেন, তেমন কোনো প্রমাণও মেলেনি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের আগে বিএনপিও এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করেনি। সংবাদ প্রচারের পরদিন গোপন আস্তানা থেকে ডিজিটাল বিবৃতি দিয়ে বিএনপি নেতা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দাবি করেন, “সারা বাংলাদেশে বিএনপি নেতাদের বাড়িতে হামলার মহাউৎসব শুরু হয়েছে”।

সবচেয়ে বেশি হামলার দাবি করা হচ্ছে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায়। কিন্তু পুলিশ বলছে এব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। কোম্পানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ প্রণব চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের কাছে সিম্পলি একটা অভিযোগও যদি আসতো আমরা সেই অভিযোগটা নিয়ে এগোতে পারতাম। আমার থানার কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। মৌখিক অভিযোগও করেনি।’ আর সীতাকুণ্ড থানার ওসি তোফায়েল আহমেদ জানান, বাড়িঘরে হামলার বিষয়ে তার থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি। কোনো মামলাও হয়নি।

২২ নভেম্বর ২০২৩ দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, “বাড়ি বাড়ি যারা হামলা করতে যাচ্ছে, তাদের মুখোশ পরা থাকে।” ২৬ নভেম্বর বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, “গত একমাসে সংঘটিত

এসব হামলার ঘটনায় কোনো বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত, মামলা কিংবা কাউকে আটক করা যায়নি। রাতের আধাঁরে মুখোশ কিংবা হেলমেট পরে এসব হামলার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ।”

প্রতিটি ঘটনাই “মুখোশধারী” সন্ত্রাসীরা ঘটালেও অভিযোগ করা হচ্ছে ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরকে।

আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, ‘বিএনপি গত এক মাসে ৩০০-র বেশি গাড়ি পুড়িয়েছে, ৪০০-র বেশি নাশকতা করেছে। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও হত্যা করেছে। এই ঘটনাকে আড়াল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বাড়ি বাড়ি হামলার ঘটনা সামনে নিয়ে এসেছে তারা।’

কয়েকটি গণমাধ্যমে এ নিয়ে খণ্ডিত সংবাদ প্রচারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনিবলেন, ‘বিএনপি যে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলা এবং হত্যা করছে, এ সংবাদটি আড়াল করছে এসব গণমাধ্যম।’

চুয়াডাঙ্গা-১ ও ২ আসনে ২০ জনের মনোনয়ন ফরম জমা

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা -১ ও চুয়াডাঙ্গা – ২ আসনে মোট ২০ জনের মনোনয়ন ফরম জমা পড়েছে। মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) । শেষ দিনে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং অফিসার ও চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে আসে চুয়াডাঙ্গা ১ ও ২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীরা । মোট ২৩ জন মনোনয়ন ফরম উত্তোলনের মধ্যে ২০ জন শেষ দিনে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পেরেছেন। শেষ দিনে সকাল থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কার্যক্রম।

এদিকে সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ আসনের আরও ৫ জন আওয়ামী লীগ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী

হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, এম এ রাজ্জাক খান, আফরোজা পারভীন, শেখ সামসুল আবেদিন খোকন ও এম শহিদুর রহমান। অপরদিকে একই আসন থেকে অন্য দলের মধ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন জাতীয় পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সোহরাব হোসেন, এনপিপি’র (ন্যাশনার পিপলস্ পার্টি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব ইদ্রিস চৌধুরী, জাকের পার্টির মনোনীত প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সালাম উদ্দিন ও তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী তাইজেল হক ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন ১০ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়া এ আসন থেকেও আওয়ামী লীগের ৫জন স্বতন্ত্র হিসেবে ভোট করতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, হাশেম রেজা, নুর হাকিম, মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ, নজরুল মল্লিক ও আব্দুল মালেক মোল্লা। অপরদিকে এ আসনে অন্য দলে মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন জাতীয় পার্টির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রবিউল ইসলাম, জাকের পার্টির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি আব্দুল লতিফ খান, জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (জাসদ) নেতা দেওয়ান ইয়াছিন উল্লাহ, এনপিপি’র (ন্যাশনার পিপলস্ পার্টি) কেন্দ্রীয় মহাসচিব ইদ্রিস চৌধুরী।

আলমডাঙ্গায় তৃণমূল বিএনপিসহ ৩ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তৃনমুল বিএনপি সহ ৩ স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় তৃনমুল বিএনপির প্রার্থী সাবেক সেনা সদস্য তাজুল ইসলাম তার সমর্থকদের নিয়ে রিটানিং কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাসের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এরপর স্বতন্ত্র প্রার্থী কমান্ডার এম সহিদুর রহমান স্ব-স্ত্রীক মনোনয়ন পত্র জমা দান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আব্দুল জব্বার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা আবু আব্দুলালাহ, বকুল হোসেন,বাচ্চু রহমান ,সাবেক কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোতালেব খান।

এরপূূবে তিনি কর্মি সমর্থক নিয়ে ভ্যানযোগে মিছিলসহকারে উপজেলা নির্বাচন অফিস প্রাঙ্গণে আসেন। সে সময় উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম,রাসেদুল ইসলাম,রেজাউল ইসলাম, মহিলা নেত্রী রোজিনা আক্তার,রবিউল ইসলাম,মজিরুন্নেছা,সোনিয়া আক্তার,লিজা খাতুন,তারিকুজ্জামান,সীতল আহমেদ, আকরাম হোসেন,ওমর ফারুক,গোমর আলী ওরফে নায়ক,আনছার আলী,আজগর আলী প্রমুখ। বিকেলে কেন্দ্রীয় আওয়ামীযুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার ও সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন খোকন আলমডাঙ্গায় মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে রির্টানিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের নিকট মনোনয়ন পত্র জমাদেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের কর্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ,পৌর কাউন্সিলর আশরাফুল হক বাবু,খাইরুল বাসার বাবলু,শেখ শাহনুর রহমান টিপু,হাবিবুর রহমান রুবেল।এছাড়াও তার সমর্থকদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সালে আক্রাম,শেখ রুবেল,জেলা ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ নিপ্পন,ছাত্রলীগ নেতা শাহরিয়র তপু,সাকিল আহমেদ,সাবাবির রহমান,মাসুম বিল্লাহ,মিঠু প্রমুখ।